

JAIN VANIJYA UDYOG LIMITED

98, Christopher Road, Flat - 1,
B-5, Vrindavan Garden, Kolkata - 700 046

Ph. : 033 - 2328 0003
Email id : info@jainvanijya.com
Web : www.jainvanijya.com
CIN : L51909WB1984PLC038212

Date: 04.11.2023

To
The Secretary,
The Calcutta Stock Exchange Limited,
7, Lyons Range,
Kolkata-700001

Dear Sir/Madam,

Subject: Newspaper Publication under Regulation 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015

The Board at its meeting held on 3rd November, 2023 approved the Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended on 30.09.2023. In continuation to the same, the newspaper clipping duly published in English Newspaper (All Edition) and Bengali Newspaper (Kolkata Edition) dated 04.11.2023 is enclosed herewith.

This is for your information and record.

Thanking you,

For Jain Vanijya Udyog Limited

Ankita Mahansaria

Ankita Mahansaria
Managing Director
DIN: 09083595

ডিএ আন্দোলন মঞ্চে নাটক করায় চাকদহ নাট্যজনের নাট্যোৎসব বন্ধ করার অভিযোগ

জেল দল, কলকাতা : বৃহস্পতিবার
শহিদ মিনার ময়দানে ডিএ
আন্দোলনকারীদের মধ্যে
‘জগাখিচারি’ নাটক মঞ্চস্থ করেছিল
চাকমহ ন্যাটাজন দল। এরপরই
কল্যাণী খরিক সন্মন চাকমহ
ন্যাটাজনের হেদারের নাট্য উৎসব বন্ধ
করে দেয়ার অভিযোগ উঠেছে।
যদিও কল্যাণী পুরসভার তরফে বলা
হয় ওই গটিন ওই হলে সরকারি
অনুষ্ঠানের জন্য নাট্য উৎসব বাতিল
করা হয়েছে। প্রখ্যাত নাটক পরিচালক
দেবেশ চট্টোপাধ্যায় নির্দেশিত নাট্য
উৎসব বাতিলের পরই শুরু হয়েছে
বিতর্ক। বৃহস্পতিবারই ডিএ
আন্দোলনকারীদের সংগ্রামী যৌথ
মঞ্চে চাকমহ ন্যাটাজনের জগাখিচারি
নাটক প্রদর্শিত হয়। এদিকে সেদিনই
কল্যাণী পুরসভার তরফে চিঠি ধরানো
হয়।
কল্যাণী খরিক সন্মন প্রেম্ভগনয়
তাদের উৎসব বাতিল করা হচ্ছে



২৩-২৬ নভেম্বর পর্যন্ত এখানেই চাকদহ নট্যজনের নাট্যোৎসব হওয়ার কথা ছিল। এদিকে চাকদহ নট্যজনের নাটক উৎসবে দেবশ চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশিত ৬টি নাটক দেখানোর কথা ছিল। বৃহস্পতিবারই চাকদহ নট্যজনের সম্পাদক সুমন পাল ফেস্‌বুকে ১টি পোস্ট করে লেখেন, 'আজকের দিনটা চাকদহ নট্যজনের কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিন। আজ

আমাদের জগাখিচুড়ি নাটকের
অভিনয় সংগ্রামী যৌথ মঞ্চে করতে
পেরেছি। আমরা সত্যিই অভিভূত।
এত মানুষ রাতের পর রাত নিজেদের
নাখা দাবিতে খোলা আকাশের নিচে
রয়েছেন। তাঁদের এই লড়াইয়ের
শরিক আজ আমরা হতে পারলাম।
এরপরই সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে তপন
থিয়েটোরে আমরা প্রচুর মানুষের
সামনে জগাখিচুড়ি অভিনয় করলাম।

পারল ভালোবাসায় আমরা আশুত।
একসঙ্গে তাঁর আরো সংযোগ।
‘দেখিছে চট্টোপাধ্যায় নির্দেশিত
নাট্যাউৎসব বাতিল। বৃহস্পতিবার
আমাদের কাছে সম্ভা ৭.১৯ মিনিটে
কল্যাণী পুষ্পভা ই-মেল করে জানায়,
২৩-২৬ নভেম্বর পর্যন্ত সরকারি
অনুষ্ঠানের জন্য প্রোগ্রাম ববহার
বাতিল করা হয়েছে। আমরা
৪দিন দেবেশ চট্টোপাধ্যায় নির্দেশিত
৬টি নাটক কল্যাণী শহরে মধ্যায়
করতে চেয়েছিলুম। সেখানে উপলব্ধ
দস্তুর ব্যাধিকেও নাকিও ছিল
থিয়েটারের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজকে
স্বগত করে ওই ৪দিন মাফে কোন
সরকারি অনুষ্ঠান হবে তার অপেক্ষায়
থাকলাম। আমাদের সামান্য শক্তি
নিয়ে এই আয়োজন করতে
চেয়েছিলুম। সব লুপভুও হয়ে গেল।
যাঁরা টিকিট কেটেছেন তাঁদের টাকা
আমরা ফেরত দেব। আমরা পুনঃ
ঘণ্টার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।’ সুমন

পালের পোস্টাট সোশাল মিডিয়ায়
শোয়ার করে নটো ব্রান্ডিং দেশের
চট্রোপাখ্যায় লেখেন, ইতিহাসে
পূরণাবৃত্তি ২০০৩-২০৩৩ এ'দিকে
এই ঘটনাকে প্রতিহিংসা হিসাবে
দেখছেন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের
প্রতিনিধিরা। তাঁদের বক্তব্য, এটা
সরকারের প্রতিহিংসা পায়াল আরণ
সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের নাটক মঞ্চস্থ
করার জন্যই সরকার তাদের অনুষ্ঠান
বাতিল করে দিল। তবে এর আগে
বাম আমলেও এছবি দেখা গেছে।
একাধিক নাটকে কোথা পড়েছে
কল্যাণী পুরসভার তরফে কোনও
বক্তব্য মেলেনি। ফোনে 'দেশ
চট্রোপাখ্যায় বলেন, 'সংগ্রামী
সংগ্রামী যৌথমঞ্চে নাটক করার যদি
এর যোগ থাকে তাহলে এর থেকে
লজ্জার কিছু নেই। ক্ষমতা কখনো
বিরুদ্ধ কর্তৃপক্ষ করে না। পশুখামার
যা উদ্ধল হুগুঙ্কলের সময় যা ঘটেছিল
আজও তা ঘটতে পারে।'

বিজেপির শীর্ষ নেতা রবীন্দ্রনাথ সেজে
ঠকাতে চেয়েছিলেন : মনোজ তিওয়ারি

ভাঙ্কর বিশ্বাস, হাওড়া : শুব্রবার এক সাবান্দিক ঠেঠেকে নানান কারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আক্রমণ করেন। রংজের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী নেজাতি তিওয়ারী। এদিন তিনি বলেছিলেন, ‘বিজেপির এক শীর্ষ নেতা রবীন্দ্রনাথ থাপ্পা সেজেছিলেন এসেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন রবীন্দ্রনাথ সেজে, বাঙালার মানুষকে মিথ্যা কথা বলে, ভুল বুঝিয়ে থাকেন। কিন্তু বাঙালার মানুষ আথা থেকেই সবিয়েছেন ছিল।’ মন্ত্রী আরো বলেন, ‘আমি পর্যন্ত বিজেপির প্রাণ টাকা ময়েনি সরকাের টাকা দেবে তার কোনো হিসেব নেই। এরা পেটেরে মারার চেষ্টা করেছি। ২০২১ সালে কেন্দ্রের বিজেপির সরকারের এক শীর্ষ নেতৃত্ব বলে গিয়েছিলেন, হাপকি বলেছিলেন। কার আমাদের আসন ২০০ পার হয়ে বলেছিলেন। কার আমাদের আসন ২০০ পার হয়ে

গিয়েছিল। ২০২১এর বিধানসভায় যেভাবে হেরেছিল সেটা হজম হয়নি। তবে এই হারের পর ওদের অহংকার ভেঙে গেছে। তারা মান কয়েছলে অন্যান্য রাজ্যে যেমন বিধায়কদের কিসে সরকার গড়ছে, এখানেও তেমনভাবে সরকার গড়বে। কিন্তু বাংলার মানুষ অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিল। এই কারণে তৃণমূল ভূতীয়রা ক্ষমতায় এসেছে। ইন্দিরাজিইয়ের মতো এজেন্ডিদের ব্যবহার করে নেতৃশ্রেণি ব্যতিতে অভিজান চালানো হয়েছে। এটা শুধুমাত্র বাংলা নয়, যে রাজ্যে বিজেপি সরকার নেই সেখানেও বিজেপি এভাবে ভয় দেখাচ্ছে। পঞ্চায়েত ভাট্টেও পরাজিত হয়েছে। ১০০ দিনের ঢাকা আটকে রেখেছে বলে যে প্রচার করছে তারা। মানুষ দেখেছে। তৃণমূল নেতৃত্ব প্রাণা টাকা উদ্ধারের জন্য লড়াই করছে।

১০০ দিনের টাকা না দিলে অন্য ব্যবস্থা : দেবু টুডু

বিপুন ভট্টাচার্য, বর্ধমান : শুক্রবার পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বিজয়া সন্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কড়া ভাষায় কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে আক্রমণ করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য এসটি সেলের চেয়ারম্যান দেবু চিট্টা। এদিন তিনি বলেন, ‘১০০ দিনের কাজ করে বিজেপি সরকার প্রাণ্য

টাকা দিচ্ছে না। রাজ্যের এক
বিজেপি নেতার কথায় টাকা আটকে
দিচ্ছে। অথচ এই ১০০ দিনের
কাজ যারা করেছেন তাঁরা যেমন
তৃণমূল কংগ্রেস করেন, তেমন
বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস সহ
অন্যান্য দলও করেন। সাধারণ খেটে
খাওয়া মানুষের কষ্টের এই টাকা
দিতেই হবে বিজেপি সরকারকে।

এর প্রতিবাদে সবাইকে রাস্তায় নামতে হবে। টাকা না দিলে বিজেপি করতে দেওয়া যাবে না।' তিনি আরো বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার এই জেলায় একটাও দুর্নীতির প্রমাণ দিতে পারেনি। কোনো অফিসিয়ারও করণে। তাহলে কেন টাকা আটকে রাখবে। এজন্যই আমাদের আন্দোলন চলছে।'

বারাকপুর লোকসভায় তৃণমূল প্রার্থী
নিয়ে জবাব এড়ালেন সেচমন্ত্রী পার্থ

শোভনলাল রাহা, নৈহাটি : আসাম লোকসভা ভোটের ঠিক আগে বারাকপুরের রাজনৈতিক মহলে সসময়ের চর্চিত প্রশ্ন এবার বারাকপুরে তৃণমূলের সম্ভাব্য প্রার্থী কে? আর রাজ্যের সেচ ও জলপথ মন্ত্রী পার্থ ভৌমিকের সাংবাদিক বৈঠকে সেই প্রশ্ন করা হলে তিনি জবাব এড়ানেন। ডিপ্লোম্যাটিক উত্তর দিয়ে বলেন, প্রার্থী ঠিক করতে দশ। মন্ত্রী জবাব এড়ালেও এই মহকুমায় সব দলের চায়ের টেবিলে তৃণালা উঠছে এই একটি প্রশ্ন ঘিরেই। তৃণমূলের কর্মী ও সমর্থকরা তো বটেই, বিরোধী দলের কর্মী ও সমর্থকরাও চর্চা করছেন এ নিয়ে। কারণ, এক লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির টিকিট জেতা সাংসদ অর্জুন সিং এখন রয়েছেন ঘাসফুল শিবিরে। গতবারের মতই এবারও তাঁর পাখির চোখ বারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের টিকিট। কিন্তু তৃণমূল তাঁদের লোকসভার টিকিট দিলেও বারাকপুর থেকে দেবে কি? সূত্রের খবর, এবার অর্জুন সিক্রে তৃণমূল লোকসভার প্রার্থী করলেও তা আসানসোলের বা বনিসরাট থেকে অফার করা হচ্ছে। কিন্তু অর্জুনের পাখির চোখ নাকি বারাকপুরই। আর তৃণমূল সেখানেই কারণ, অর্জুনের তৃণমূলের একাংশ এখনো মেনে নিতে পারেনি বলে রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন। দলীয় শৃঙ্খলার কারণে সবদিক মাধমে এ নিয়ে কেউ মূখ না খুললেও ঘনিষ্ঠ বৃত্তে কোন পায়েই শোনা যায়, জগদদল, নোয়াপাড়া ও বীজপুরের বিধায়কদের সঙ্গে অর্জুনের সম্পর্কের রসায়ন এখনও মরণ নয়। নৈহাটির বিধায়ক তথা মন্ত্রী পার্থ ভৌমিকের সঙ্গে অর্জুন সিংয়ের সম্পর্ক মৌখিকভাবে ভালো হলেও রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলেন, সসটাই নাকি লোক দেখানো। আসলে অর্জুন আর পার্থ দুজনের রাজনৈতিক ঘরানাঁ টাঁদের মধ্যে তফাৎ গড়ে দিয়েছে। একজনের মুখ

কিন্তু যদি জনসমর্থন হয়, তবে অন্যজন এগিয়ে সাংগঠনিক ক্ষমতা ও নেতৃত্ব দেখিয়ে সুনিপুণ দক্ষতা। অর্জুন যেন ২০০৬ সালে ভাটপাড়া থেকে জিতে দলকে বিরোধী দলের তকমা পাইয়ে দিয়েছিলেন, পার্থ আবার ২০১৯ সালে লোকসভার পূর্ণ দলের জাইসিস পিরিয়ড কিং মেকার হিসাবে সুবেধা অধিকারীকে তুঙ্গে এনে এলাকায় তৃণমূলের হারানো জমি ফিরিয়ে আনতে অভূতপূর্ব ভূমিকায় ছিলেন। ২০২১ সালের বিধানসভায় এই পার্থ ভৌমিক বারাকপুর লোকসভার অন্তর্গত ৭টি বিধানসভার মধ্যে ৬টি বিধানসভা অঞ্চলে জেতানোর ব্যাপারে সফল ক্ষেত্রায়কের ভূমিকা নেন। এরপর তৃণমূলের সর্বভারতীয় সনধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে অর্জুন সিং তৃণমূলে ফিরলেও হারানো জমি ফিরে পাননি। কারণ, তিনি যেদিন তৃণমূল ছেড়েছিলেন, সেদিনও ছিলেন একেখায় ভাটপাড়া জগদল এলাকায় বেতোজ বাদশা। কিন্তু বীজপাি থেকে তিনি যখন ফিরলেন, তখন তাঁর মাথার ওপর শতাব্দিক মামলা। তাঁর নীচতলার অনুগামীদের অনেকেই কেউ জেলে, কেউ বেলে। অনেকেই কেউ ছেড়েছিলেন, অর্জুন সিংকে তৃণমূলের বারাকপুর-দয়দাম জেলার সভাপতি করা হবে। কিন্তু তা হয়নি। বিরোধীরা বলেন, বীজপুর, নেহাটি, জগদল বিধানসভার কেগেঠাসা কর্মীদের ডাকে ছাটোখাটো অনুষ্ঠানে নিজের অভিশ্রু জানান দিতে যান অর্জুন। এমতাবস্থায় তাই বারাকপুর কেন্দ্রের লোকসভার টিকিটই অর্জুনের একমাত্র লক্ষ্য। গত কয়েকশত ভোটে এই প্রার্থী ঘিরেই বাকবিত্তাও মনোমালিন্য ছিল। আর তার জেরেই দল ছেড়েছিলেন তৃণমূলের ভাটপাড়ার অবুরে বিশ্বাক অর্জুন সিং। সেবার জেতার অনেক আগে থেকেই তাঁর অনুগামীদের বলেছিলেন, দলের

মুখ্যমন্ত্রীর বলেছেন লোকসভায় বারাকপুরে তাঁকেই ঘাসফুলের প্রার্থী করা হবে। কিন্তু কার্যত দেখা গেল ২ বারের স্ট্যান্ডিং সাংসদ দীপেশ ত্রিবেদীকেই ২০১৯ সালের লোকসভায় ফের টিকিট দেওয়া হল। আর এই ঘোষণা হতেই ভাটপাড়ার বিধায়ক তথা পুরপ্রধান অর্জুন সিং বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে সোজা দিল্লি যান। কয়েকদিন পরে বিজেপিতে যোগ দেন। বিজেপির টিকিটেই বারাকপুর থেকে প্রার্থী হন। ঘটনার ক্লাইমেক্স দেখা গেল তৃণমূল থেকে পরের সাংসদ দীপেশ ত্রিবেদীকে হারিয়ে ভোটে জিতলেন অর্জুন সিং। বারাকপুর হতেছাড়া হল তৃণমূল। আর বারাকপুরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সামাজিক রাজনীভবন অশান্ত হয়ে ওঠে। দীর্ঘ চটানাপোড়েনের পর আপাত শান্ত এই পরিবর্তিত হতে সবার নজর আগামী দীপেশের তৃণমূল আর্থারী বাছাই লোকসভায়। কারণ, রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের প্রশ্ন, গত লোকসভা ভোটে বারাকপুরে ভাড়াবুরি পর এরপর কী আর ঝুঁকি নিয়ে চাইবনে তৃণমূল নেতৃত্ব? অর্জুনের পাশাপাশি বারাকপুরের বিধায়ক রাজ চক্রবর্তী ও বীজপুরের বিধায়ক সুবোধ অধিকারীর নাম শোনা যাচ্ছে। আর রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের কেউ কেউ বলছেন, টিম ইন্ডিয়া জোটের এই রাজ্যের গাঙারী অভিষেক বন্দো্যপাধ্যায় হয়তো তাঁর বিশ্বস্ত এমন কোনো সৈনিককে যিনি পর্যন্ত প্রার্থী করতে পারেন, তিনি এই লোকসভায় কর্তৃত্ব গুটি বিধানসভার সিংহভাগ বিধায়কের কাছেই গ্রহণযোগ্য আর একইসঙ্গে স্বচ্ছ ও সাংস্কৃতিক ইমেজ ও সাংগঠনিক দক্ষতাও আছে। সেক্ষেত্রে ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও তৃণমূল সেনাপতির নির্দেশ মেনে নির্দেহ হতে পারে দলের দুর্দিনের সঙ্গী তেমন কোনো সৈনিককে। তবে শেষপর্যন্ত কী হয়, সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।



ছট পুণ্যার্থীদের জন্য ১৭নং জামির লেনে কলকাতা পুরনিগমের উদ্যোগে
ও পুর প্রতিনিধি সুদর্শনা মুখার্জির ব্যবস্থায় কৃত্রিম জলাশয় তৈরি চলছে।

উখড়া বিদ্যুৎ দফতরে বামদের বিক্ষোভ

আগি বন্দ্যোপাধ্যায়, অণ্ডাল : স্মৃতি
মিটার প্রকল্প বাতিল ও বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে
বেসরকারিকরণ রুপত্রে শুল্কব্যাঘ্র
বেলা ১১টা থেকে দুপুর পর্যন্ত উদ্ভা
বিদ্যুৎ কার্যালয়ে সিপিআই(এম)
দলের দামোদর অজয় নর্থ এরিয়া
সমস্যা কমিটির পক্ষ থেকে বিক্ষোভ
দেখানো হয়। বিক্ষোভ শেষে বিদ্যুৎ
দপতরের আধিকারিকের হাতে
দাফতর তুলে দেওয়া হয়।
সংগঠনের তরফে অঞ্জন বকসি

জানান, 'প্রচলিত বিদ্যুৎ মিটারে বদলে স্মার্ট মিটার লাগানোর প্রকল্প নিয়েছে বিদ্যুৎ দফতর। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে সমস্যাযুক্ত পড়বেন বিদ্যুৎ গ্রাহকরা। কারণ এর জেরে বাড়বে বিদ্যুৎ খরচের মাসুলও। প্রচলিত বিদ্যুৎ মিটার বদলে তার জায়গায় স্মার্ট মিটার লাগানো আসলে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রকে বেসরকারিকরণ করার একটা চক্রান্ত। সেই লক্ষ্যে এটা প্রাথমিক ধাপ।'

৭ বছর পর
ইন্টারভিউয়ের
চিঠি বাড়িতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান :

ডাকঘরের ক্রটিতেই বর্ধমান শহরের নারকেলের বাসিন্দা এলাকার বাসিন্দা চাকরপ্রার্থী আশিস বানার্জি কৃষি দফতরের চাকরির পরীক্ষায় বসতে পারলেন না বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে। উল্লেখ্য, আশিস বানার্জির কাছে ৯ নভেম্বর ডাক মারফত ইন্টারভিউয়ের চিঠি আসে। তা খুলে চিঠি দেখেন প্রায় ৭ বছর আগেই কৃষি দফতরের সেই পরীক্ষা হয়ে গেছে। এনিয়ে তিনি আইনি পরামর্শের কথা ভাবছিলেন। এদিকে, রাজা কৃষি দফতরে খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন যে চিঠিটি আসে সেটি ভুলোয় নয়। ডাকঘরের গাফিলতজন্যই কলকাতা থেকে সেই চিঠি বর্ধমানে আসতে ৭ বছর পার হয়ে গেছে। ডাকঘরের এই গাফিলতের জন্য তিনি মামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

ইজি ফিনকর্প লিমিটেড CIN : L65920WB1984PLC262226 রেজিস্টার্ড অফিস: ডানকন হাউস, চতুর্থ তল, ৩১ নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা- ৭০০০০১ টেলি- ০৩২ ৬৬২৫ ১০০০, ই-মেইল : rspg.secretarial@rspg.in, ওয়েবসাইট : easyfinncorp.com ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বাৎসরিকের অনির্ধারিত আর্থিক ফল					
বিবরণ	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক			সমাপ্ত বাৎসরিক	
	০১.০৩.২০২৩ অবসিদ্ধ	০১.০৩.২০২২ অবসিদ্ধ	০১.০৩.২০২১ অবসিদ্ধ	০১.০৩.২০২৩ অবসিদ্ধ	০১.০৩.২০২১ অবসিদ্ধ
১. মোট আয়	২.৪০	২.৪২	১.৯৬	৪.৮২	৫.৩০
২. লাভ / (ক্ষতি) কবেরে আয়ে	(৬.৪২)	(৪.০৪)	(১.২৪)	(১০.৯৮)	(১১.০০)
৩. কবেরে পরে সাধারণ কার্যকালপূর্ণ থেকে প্রকৃত লাভ / (ক্ষতি)	(৪.৪০)	(৫.১৯)	(২.৪৮)	(৪.১৬)	(১২.০০)
৪. মোট বিত্তীয় আয় / (ক্ষতি) (প্রকৃত পর)	৭০.০২	(৫.১৯)	(১.২৪)	৬৬.৮২	(২.৬০)
৫. ইকুইটি শেয়ার মূল্য	২৪.৫০	২৪.৫০	২৪.৫০	২৪.৫০	২৪.৫০
৬. মজুত (লিগত কবেরে বাৎসরিক) অনুযায়ী পুনর্মূল্যায়ন সাধারণ ব্যতীত)	-	-	-	-	-
৭. শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটুক ১০/- টাকা করে) (চালু ও বন্ধ হয়ে যাওয়া কার্যকরভাবে চলা)	-	-	-	-	-
ক. মূল	(২.২১)	(১.৫০)	(০.৫০)	(৫.৫১)	(৬.৫০)
খ. লস্কৃত	(২.২১)	(১.৫০)	(০.৫০)	(৫.৫১)	(৬.৫০)

বিশ্বকাপের টিকিট নিয়ে কালোবাজারি

সিএবিকে ডেকে পাঠান পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা : রবিবার ইডেনে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাচের টিকিট বিক্রি নিয়ে কালোবাজারি তুরি তুরি অভিযোগ আসতেই তদন্তে নেমেছে কলকাতা পুলিশ। অনলাইন ইডেনে টিকিট বিক্রিতে অস্বচ্ছতার অভিযোগ থেকে শুরু করে টিকিটের দেরী কালোবাজারি অভিযোগ উঠেছে। বিশ্বকাপের টিকিটের হাফকারের মধ্যেই রাজনীতির রঙ লাগতে শুরু করেছে। শুক্রবার সকালে ইডেনের সামনে এগিয়ে বিক্ষোভ দেখান দক্ষিণ কলকাতা ব্লো কপ্পেরের কর্মী ও সমর্থকরা। প্রসঙ্গত, রবিবারের ম্যাচের টিকিটের খুবই চাহিদা। ক্রিকেট প্রেমীরা টিকিটের জন্য হাতোছটি করেছেন। আর এমনটাই টিকিটের কালোবাজারি অভিযোগ উঠেছে। ৯০০ টাকার টিকিট বিক্রি করে ৪ হাজার টাকা। পুলিশ ও কড়া পদক্ষেপ করতে নেমে পড়েছে। ১ নভেম্বর থেকে ৭টি আলাদা মামলায় মোট ১৬ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বাজেয়াপ্ত হয়েছে প্রায় ১০৮ কাছাকাছি টিকিট। এদিকে টিকিট সংক্রান্ত ব্যাপারে পুলিশ থানায় অভিযোগ আসতেই পদক্ষেপ করেছে পুলিশ। অনলাইনে টিকিট বিক্রয়কারী সংস্থাও এ নিয়েছে মোশিপ পরিচালিত ময়দান থানা। তার প্রেক্ষিতে শুক্রবার দুপুরেই ময়দান থানায় হাজিরা দেন অনলাইন টিকিট বিক্রয়কারী সংস্থার অফিসাররা। সূত্রের খবর, সিএবি সভাপতি হেহর্শাস



পাদুশুলেও পুলিশের ভরফে চিঠি পাঠানো হয়েছে। সিএফ
সংগঠিত বা তার কোনো প্রতিনিধিকে খানায় এসে তারফে
সহযোগিতা করার জন্য বাধ্য হয়েছে। এদিকে এনে মায়ের
এক টিকিট বিতরণের মধ্যেই হতে নামে লালবাজার
গোয়েন্দা বিভাগের অফিসাররাও। অনলাইন টিকিট
বিক্রয়কারী সংস্থার অফিসাররা হাজিরা দেওয়ার পর
লালবাজার থেকে গোয়েন্দা বিভাগের ৮ সদস্যের ১টি দল
পৌঁছে যায় মঙ্গল খানায়। সুত্রের খবর, অনলাইন টিকিট
বিক্রয়কারী সংস্থা অফিসারদের জিজ্ঞাসাবাদ করবে
লালবাজারের গোয়েন্দারা।

কলকাতা পুলিশের ১০ কর্মীকে
পুরস্কৃত করছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা : জঙ্গি অভিযানে বিশেষ সাফল্য পাওয়ার জন্য কলকাতা পুলিশের ১০ পুলিশশর্মাকীকে সম্মানিত করছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। কলকাতা পুলিশবাহিনী যেভাবে তল্লাশি চলিয়ে বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের সদস্যদের গ্রেফতার করেছে, তাতেই মিলিয়ে এই স্বীকৃতি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের ‘স্পেশাল অপারেশন অ্যাগেণ্ডা ২০২০’ পাচ্ছে কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের ১০জন পুলিশকর্মী। পুরস্কার প্রাপকদের তালিকায় রয়েছেন, যুথ কমিশনার ভি সেলেন নশাকুমার, ডিসি হরেকৃষ্ণ পাই, ইন্সপেক্টর সৌমিৎ বসু, শ্রীপ্রসন্ন ক্রিপতি, সার্জেন্ট অম্বজ সিংহ, সাব ইন্সপেক্টর সুকান্ত দাস, দেবাশিস রাউথ, কনস্টেবল আব্দুল মাজিদ শেখ হেমন্ত মাইতি ও সৌম্যাদিগ দাস। কলকাতা পুলিশ ছাড়াও এরায় সীমারপালিকা, এনএইচএ, এনসিবি ও অন্যান্য রাজ্যের পুলিশের সদস্যদেরও এই বিশেষ পুরস্কারের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। সাম্প্রতিককালে আনান্দবল্লব বাংলা টিম ও আল কায়েদা ইন ইণ্ডিয়ান সাব-কন্টিনেন্ট-এই সব জঙ্গি সংগঠন-রাজ্যে জাল বিস্তার করছে বলে খবর পেয়ে লাগাতার অভিযান চালায় কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স। ২০২২ সালে পরপর ৩ বার অভিযান চালিয়ে সাফল্যের সঙ্গে একাধিক জঙ্গিককে গ্রেফতার করেছে এসটিএফ। সিলেই কারণেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে এই বিশেষ সম্মান দেওয়া হচ্ছে। গত বছরের আগস্ট মাসে কলকাতা পুলিশের এসটিএফ উত্তর ২৪ পরগনা থেকে ২ জঙ্গি সদস্যেভজনকে গ্রেফতার করেছিল।

GOBARDANGA MUNICIPALITY
NOTICE INVITING E-TENDER

Tender No : WBMAD/ULB/GOBAR/NIT-9(e)/23-24, DT : 03.11.2023
Tender No : WBMAD/ULB/GOBAR/NIT-10(e)/23-24, Date : 03.11.2023

The e-tender has hereby invited by the Chairman, Gobardanga Municipality. Name of the work : 1) Interior work 2) Toilet Block 3) Boundary Wall 4) Paver Block in various place under Gobardanga Municipality. Last date of submission of bid on 20.11.2023. For details visit : <https://wbttenders.gov.in>

Sd/-
Chairman
GOBARDANGA MUNICIPALITY

Office of the Tinpakuria Gram Panchayat
Tinpakuria, Samserganj, Murshidabad

NOTICE INVITING TENDER

Notice inviting tender by the undersigned for 03 (Three) nos. of schemes within Tinpakuria G.P. Vide notice inviting Tender no.- 11/2023-24, Dated- 31/10/2023.

For further details or any other quarry visit office of the undersigned on working days.

Sd/-
Prodhan
Tinpakuria Gram Panchayat
Tinpakuria, Samserganj, Dist.- Msd.

Office of the Tinpakuria Gram Panchayat
Tinpakuria, Samserganj, Murshidabad

NOTICE INVITING TENDER

Notice inviting tender by the undersigned for 05(Five) nos. of schemes within Tinpakuria G.P. Vide notice inviting Tender no.- 10/2023-24, Dated- 31/10/2023. For further details or any other quarry visit office of the undersigned on working days.

Sd/-
Pradhan
Tinpakuria Gram Panchayat
Tinpakuria, Samserganj, Dist.- Msd.

জেন বাণিজ্য উদ্যোগ লিমিটেড					
CIN : L51909WB1984PLC038212					
৯৮ ব্রিসবেনস্টার রোড, ফ্লাট-১, বি-৫, বৃন্দাবন গার্ডেন্স, কলকাতা - ৭০০ ৪৬৬					
৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত হৈমসিক এবং স্বাস্থ্যসিকের অন্তর্ভুক্ত আর্থিক মর্যাদামূলক সাক্ষিত্র বিবরণ (৩০০ টকা)					
ক্র. নং.	বিবরণ	সমাপ্ত হৈমসিক	সমাপ্ত স্বাস্থ্যসিক	সমগ্র সামগ্ৰ হৈমসিক	সমগ্র সামগ্ৰ স্বাস্থ্যসিক
		৩০.০৯.২০২২	৩০.০৯.২০২২	৩০.০৯.২০২২	৩০.০৯.২০২২
		অন্তর্ভুক্ত	অন্তর্ভুক্ত	অন্তর্ভুক্ত	অন্তর্ভুক্ত
১.	কাজের থেকে মোটা আয় (শুকত)	২৪৭৫৩.১২	২৪৭৫৩.১৪	৪০৪৪৪.২২	
২.	এই পর্ব থেকে প্রকৃত লাভ / (ক্ষতি) (করে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অতিরিক্ত নয় পর)	২০৯৬৬.৬৬	২০৯৬৬.৬৮	২৪০৯১.১৪	
৩.	করের আগে এই পর্ব থেকে প্রকৃত লাভ / (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অতিরিক্ত নয় পর)	২০৯৬৬.৬৬	২০৯৬৬.৬৮	২৪০৯১.১৪	
৪.	করের পর এই পর্ব থেকে প্রকৃত লাভ / (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অতিরিক্ত নয় পর)	২০৯৬৬.৬৬	২০৯৬৬.৬৮	২৪০৯১.১৪	
৫.	এই পরের জন্য মোটা বিবৃদ্ধি আয় (এই পর্ব থেকে বিবৃদ্ধি আয় / (ক্ষতি) (করের পর) ও অন্যান্য বিবৃদ্ধি আয় (করের পর)	২০৯৬৬.৬৬	২০৯৬৬.৬৮	২৪০৯১.১৪	
৬.	ইউটি শেয়ার মুদ্রণ	৪২৪৪৪.০০	৪২৪৪৪.০০	৪২৪৪৪.০০	
৭.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রত্যেকটি ১০/- টাকা করে) (মূল ও বন্ধ হয়ে যাওয়া কার্যকারণের জন্য)	৭.০৬	৮.০৬	০.৬১	
	লঘুত্ব	৭.০৬	৮.০৬	০.৬১	
দ্রষ্টব্য :					
সেরি (সিপিআই) আর্থ আলার হিসাবগুলোর বিশ্লেষণের মাধ্যমে, ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছর এবং আগামী বছরের বিবৃদ্ধিটি কোম্পানির বিবৃদ্ধিটি হৈমসিকের আর্থিক মর্যাদামূলক সাক্ষিত্র বিবরণ হিসাবে নেওয়া হবে। কোম্পানির বিবৃদ্ধিতে ইন্টারমিডিয়েট আর্থিক মর্যাদামূলক পাঠ্যায় শারীরিক কাজের উপস্থিতিতেও কোম্পানির উপস্থিতিতেও - www.jananiya.com					
জেন বাণিজ্য উদ্যোগ লিমিটেড স্থান : কলকাতা তারিখ : ০৫.১১.২০২২					
অধিদা কোম্পানিরিয়া ম্যানেজিং ডিরেক্টর DIN : ০৫০৪৩৯৬৫					